০৫-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের লৌকিক অলৌকিক পরিবারে থেকে নিজের সর্ব প্রকার কর্তব্য পালন করতে হবে, কিন্তু কারো প্রতি কোনো রকম মোহ অনুভব করবেনা, মোহ জিত হতে হবে"

প্রশ্নঃ- এই সময়টি হল বিনাশের সময় অথবা ন্যায় নির্ণয়ের সময়, তাই বাবার কোন্ শ্রেষ্ঠ মতামতটি সবাইকে শোনাবে ?

উত্তর :- বাবার শ্রেষ্ঠ মতামত শোনাও যে বিনাশের এই নির্ণায়ক সময়ের পূর্বে নিজের পাপের হিসাব নিকেশ মিটিয়ে নাও। নিজের ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ করতে বাবার কাছে সমর্পিত হও। বিনাশের এই নির্ণায়ক মুহূর্তে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত করো। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এখনই করতে হবে। বাবার কাছে সব কিছু সমর্পণ করলে ২১ জন্মের জন্যে অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবার আপন হয়ে পদে পদে ডাইরেকশন নিতে থাকো ।

ওমশান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন তোমাদের তিনজন পিতা, তাদের প্রতি নিজের সর্ব প্রকার কর্তব্য পালন করতে হবে। ভক্তিমার্গে দুইজন পিতার প্রতি কর্ম কর্তব্য পালন করতে হয়। সত্যযুগে একজন পিতার প্রতি কর্তব্য করতে হয়। ঠিক তাই তো ? এই হিসেব বুদ্ধিতে আছে ? যার আপন হবে , তার প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে তাই বাবা বলেন লৌকিক আত্মীয় স্বজন পরিবারের প্রতি কর্তব্য করে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। কোনো লৌকিক আত্মীয়কে চিঠি লিখলে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সেই চিঠি যায় । এখানেও বেহদের বাবাকে চিঠি লেখ , শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। এই সব কথা গুলো তোমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবেনা। এখানে কোনো নতুন লোক এসে বসলে বাবা যদি বলেন তোমার তিনটি পিতা , তবে তো সে কিছুই বুঝবেনা। এক হল লৌকিক পিতা। দ্বিতীয় -- অলৌকিক পিতা এবং তৃতীয় পারলৌকিক পিতা হলেন সকলেরই পিতা। ভক্তিমার্গেও আছেন এখনো আছেন। এইসব কেউ জানেনা। শুধু ওনার গায়ন পূজন করে তারা। তোমরা বাচ্চারা তিনজন পিতার জীবন কাহিনী জানো। কত কথা বোঝাতে হয়।

সত্যযুগে সবাই সদগতিতে থাকে। সুখী সর্ব সুখী। সবাই সুখধামে, শান্তিধামে থাকে। রাবণ রাজ্যে সবাই দুঃখে থাকে। দেবতাদের বাম মার্গে গিয়ে পতন হয়। দেখানো হয় স্বর্ণ দ্বারিকা জলের তলায় চলে গেছে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। নতুন উপরে এলে পুরানো নীচে চলে যাবে। আবার সত্যযুগে নীচে গেলে কলিযুগ উপরে এসে যাবে। পুনরায় সত্যযুগ উপরে কবে আসবে ? পাঁচ হাজার বছর পরে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞান আছে। জ্ঞান তো সহজ। শুধু যোগে পরিশ্রম করতে হয়। কেউ বেশি স্মরণ করে, কেউ কম। তাই মাতা পিতা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন -- লৌকিক আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কর্তব্য পালন করতে হবে। আজ নয়তো কাল তাদের বুদ্ধিতেও থাকবে। দেখবে এই কথাটা ঠিক। এক বাবাকে সমেন করতে হবে। কোনো সাধু সন্ত গুরু ইত্যাদিকে স্মরণ করতে হবেনা। স্মরণ চৈতন্যকেও করে জড় বস্তুকেও করে। সত্যযুগে কারো প্রতি মোহ থাকেনা। সেখানে মোহজিত থাকে সবাই। এখানে সবার প্রতি মোহ থাকে। তফাৎ হল কিনা। ড্রামাতে প্রত্যেকেটি যুগের নিজস্ব নিয়ম আছে। এইসব বাবা বসে বোঝান কারণ বাবা হলেন নলেজফুল। ইনিও হলেন পিতা , উনিও হলেন পিতা। উনিও ক্রিয়েট করেন , ইনিও ক্রিয়েট করেন। ব্রহ্মা দ্বারা ক্রিয়েট করেন অর্থাৎ রচনা করেন। এডপ্ট করেন। এডপ্ট করা অর্থাৎ আপন করা। শুদ্র ধর্মীয়জন দের অনেক জন্মের

শেষ জন্মে বাবা তাদের এডপ্ট করেন। তোমরা বাচ্চারা জানো এবং বাবার দ্বারা সৃষ্টি চক্র কে জেনেছ। বাবার কাছে কি অধিকার প্রসপ্ট হয় , সেসবও তোমরা জেনেছ। তোমরা উপযুক্ত , তবেইতো এডপ্ট হয়েছ। বুদ্ধিমত্তা না থাকলে অ্যাডপ্ট হবে কিভাবে। কারো নিজের সন্তান না হলে অন্যের সন্তান এডপ্ট করে। বিত্তবানদের সন্তান হতে চায়। দারিদ্রের সন্তান কেউ হতে চায় নাকি। বাবা বলেন আমার সন্তান চাই। তার জন্যে নিশ্চয় অ্যাডপ্ট করতে হবে। এও তোমরা জানো -- তাদেরই অ্যাডপ্ট করা হবে যাদের কল্প পূর্বে করা হয়েছে। কল্প পূর্বে যে পার্ট চলেছে , সেই পার্ট রিপিট হতে থাকবে। যখন আমার আপন হবে তখন তাদের পড়াশোনা করাই। বাবাকে এবং পরমধামকে স্মরণ কর। সুখধাম ও শান্তিধামকে স্মরণ করা খুবই সহজ। কিন্তু তার জন্যে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। ছোট বাচ্চারা বুঝবেনা। তারা শুধু বাবা , বাবা বলবে কিন্তু কেউ কাছে আসবেনা। এখানেতো সব কথাই হল গুপ্ত। বুঝতে হবে -- বুদ্ধি তীক্ষ্ণ চাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হলে স্বর্ণ স্বরূপ বুদ্ধি হয়ে যায়। কেউ দুর্বল থাকলে তাকে স্বর্ণ মিশ্রিত ঔষধ পান করানো হয়। স্বর্ণের জলও তৈরি হয়। এখানেতো তোমরা রুহানী নলেজ প্রাপ্ত করছ। এই নলেজটি হল ইনকাম। নলেজ তো সবাইকে সমান দেওয়া হয় , তারপর যে যেরকম পুরুষার্থ করে। তাতে সংশয় গ্রস্ত বা আশঙ্কিত হওয়ার কথা নেই। শুধু বাবার আপন হতে হবে। বাবার দ্বারা প্রদত্ত স্বর্গের অধিকারের কথা স্মরণ করতে হবে। সারা দিন নিরন্তর স্মরণ করা অসম্ভব। ব্যবসা ইত্যাদিও করতে হবে। কারো কোনো ব্যবসা নেই , তবুও স্মরণ করতে পারেনা। যতক্ষন কর্মাতীত অবস্থা হয়নি , পুরুষার্থ করে যেতে হবে। সেই পরিবেশ দৃশ্যমান হবে। বুঝবে এখন সময় এসে গেছে। যখন অতিরিক্ত দুঃখ অনুভব হবে তখন ভগবানকে স্মরণ করবে। মৃত্যুকে সামনে দেখবে। তোমরাও সকলে নিজের অবস্থার বিষয়ে জানবে যে আমাদের উপার্জন কত কম। যোগ থাকলে আত্মার খাদ উন্মুলিত হবে। তখন বাবাও বুদ্ধির তালা খুলে দেবেন। মানুষ রোগ হলে ঈশ্বরকে স্মরণ করে , ভয় থাকে । সবাই ওনাকে স্মরণ করিয়ে বলে -- রাম বলো , রাম বলো। বাবাও বলেন বাবাকে এবং স্বর্গের অধিকারকে স্মরণ করতে থাকো। একে অপরকে সাবধান করে উন্নতি পথে অগ্রসর হতে হবে। এমন নয় পুরুষ এগোবে, স্ত্রীকে এগিয়ে নিয়ে যাবেনা। যুগল অর্থাৎ হাফ-পার্টনার , যদিও আজকাল হাফ-পার্টনার কেউ ভাবেনা। কেউ আবার সম্মানও করে। নাহলে আজকালকার সন্তান এমন যারা পিতার সম্পত্তি উড়িয়ে দেয় , মা-এর খেয়াল রাখেনা। ঐখানে এইসব হয়না, কখনও দুঃখ হয়না। এখানে প্রথমে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, বিবাহের পরে কাম রূপী তলোয়ারের আঘাত লাগে। দেবীদের হাতে তলোয়ার ইত্যাদি দেখানো হয়। বাস্তবে এইসবই হল জ্ঞানের অলঙ্কার। স্ব-দর্শন চক্র দেবতাদের নয়। এইসব তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের। গদা রূপী অস্ত্রও হল তোমাদের প্রতীক। জ্ঞানের গদা রূপী অস্ত্র প্রয়োগ করে তোমরা মায়াকে পরাজিত করো। যদিও স্বর্গে এইসব অস্ত্রের প্রয়োজন হয়না। সেখানে সবাই খুব আনন্দে হরষে বাস করে। তপস্যা করারও প্রয়োজন নেই। স্বর্গে বাস করা তো তপস্যার-ই ফল। সূক্ষ্ম বতনে বাস করে ফরিস্তারা। ঐ হল ফরিস্তাদের দুনিয়া। এখানে ফরিস্তা বাস করেনা। দেবতাদের দেবতা বলা হবে। ওই হল ফরিস্তা এবং এখানে হল মানুষ। সবারই আলাদা আলাদা সেকশন আছে। সত্যযুগে দেবতারা রাজ্য করেন। ওই হল টকি দুনিয়া বা কথার জগৎ। সূক্ষ্ম বতনে আছে মুভি দুনিয়া বা অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা সংকেতের জগৎ। তিন প্রকারের জগৎ আছে , মূল বতন , সূক্ষ্ম বতন ও স্থূল বতন। ত্রিলোক বলা হয় কিনা। তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব প্রাক্টিক্যালে আছে। মানুষ তো শোনা কথায় চলে। তোমরা ভালো করে জানো যে এই দুনিয়ার চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। ত্রি-লোকের সম্বন্ধে জানা আছে। বাবা ছাড়া আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য কেউ বলে দিতে পারেনা। কেউ এইখানে ত্রিকালদর্শী নয়। এই কথাটি থোড়াই কেউ জানে যে মূল বতনে আত্মারা কোথায় , কিভাবে বাস

করে। তোমরা জানো সেখানে আত্মাদের বৃক্ষ আছে। সেখান থেকে ক্রমানুসারে পৃথিবীতে নেমে আসে। আমরা সবাই সন্তান শিববাবার মালা স্বরূপ। যেমন বংশাবলী তৈরি হয়। ক্রিস্টিয়ানজনও বৃক্ষনির্মাণ করে। আনন্দ উৎসব পালন করে। ক্রাইস্টের জন্ম দিবস পালন করে। তোমরা এখন কাঁর জন্ম দিবস পালন করবে ? মানুষ তো জানেনা আমাদের ধর্ম স্থাপক কে ? অন্য সব ধর্মের ধর্ম স্থাপকদের তিথি তারিখের হিসাব রাখে। দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা কে করেছে , এই কথা কারো জানা নেই। বাবা বসে বোঝান , মেজরিটি হল মাতাদের। শক্তিদের মান রাখা উচিত। এমন নয় দেহ অভিমান এসে যাবে যে , আমরা বেশি চতুর। না। মাতাদের সম্মান রাখতে হবে। নাম হল ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ব বিদ্যালয়। জ্ঞানের কলস রাখার ভার মাতাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। সরস্বতীর হাতে বীণা দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ ও সরস্বতীর কানেকশন যে কি , তা জানা নেই। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা সন্তান। এই কথাটিও অনেকে জানেনা। প্রতিটি কথা খুব ভালো করে বোঝান হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন -- এই জ্ঞান ও যোগ ছাড়া কেউ মুক্তি জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত করতে পারবেনা। অন্যরা তো এইসব পড়বেনা। প্রত্যেক কে নিজের হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে। পাপের দন্ড ভোগ তো করতেই হবে। দুনিয়ার লোক এই কথা জানেনা যে এই সময় হল বিনাশের ন্যায় নির্ণায়ক সময়। তোমাদের সব পাপ কর্মের হিসেব করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য এতখানি জমা করতে হবে যাতে অর্ধকল্প কেটে যায়। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ এখনই করতে হবে। বাবা বলেন সব কিছু সমর্পণ করো তার ফল ২১ জন্মে প্রাপ্ত করবে। গরিব মানুষ চট করে এই সওদা করে। যাদের কাছে লক্ষ কোটি আছে , তাদের বুদ্ধিতে এই কথা টিকবেনা। বাবা কিছু নেন না। বলেন -- তোমরা ট্রাস্টি হয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কর। শ্রীমৎ অনুসারে চলো। আমি তো সর্বদা জীবিত। কেউ জীবিত থেকেই সবকিছু ট্রাষ্টে দান করে দেয়। ভাবে যদি হঠাৎ মারা যাই তবে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগে যাবে । বাবাও জীবিত থেকে ট্রাস্টি রূপে বসে আছেন। বলেন -- বাবার আপন হয়ে ডাইরেক্সন নাও। এইটি করব কি করবনা। বাবা যদিও পরামর্শ দেবেন এইটি করো -- প্রত্যেকের স্থিতির উপরে নির্ভর করছে। কেউ উইল তৈরি করে রাখে। অনেকের প্রতি মোহ আছে , যারা নিজেরা সক্ষম তাদেরও দিয়ে যাবে। বাবার কাছে অনেক চালাক আত্মারাও আছে -- সন্তানদের মধ্যে বিতরণ করে নিজের জন্যেও রাখে। এই নিয়েই জীবন যাত্রা চলবে। এরকমও করে অনেকে। ইনি হলেন বেহদের বাবা। প্রতিটি বাচ্চাকে জানেন , ড্রামাকেও জানেন। সবাই ভাবে এখানে টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই। ওই মিলিটারির জন্যে সরকার অনেক খরচ করে। তোমাদের কোনো খরচ নেই। রাত দিনের তফাৎ আছে। তোমরা জানো এই সম্পত্তি ইত্যাদি শেষ হবে। আমাদের নতুন সতপ্রধান ধরিত্রী চাই। এখন হল তম প্রধান। লক্ষ্মীর আহবান যখন করা হয় তখন সম্পূর্ণ গৃহ পরিষ্কার করা হয়, যাতে শুদ্ধ গৃহে দেবীর আগমন হয়। বাবা বুঝিয়েছেন দেবতারা এই দুনিয়ায় অবতরণ করেন না । তাঁরা কেবল সাক্ষাৎকার করান। সাক্ষাৎকারে এই দুনিয়ায় অবতরণ করতে হয়না। মীরা কল্পনা শক্তির দ্বারা দর্শন করেছিল। এখানে দেবতাদের অবতরণ অসম্ভব। দেবতারা সত্যযুগে থাকেন , কলিযুগে থাকে সবকিছুই তাঁদের বিরুদ্ধে । দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ হয়নি। বাস্তবে এই যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে। যোগবলের দ্বারা মায়াকে পরাজিত করতে পারেন , সর্বের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সর্ব প্রথমে হয় রুদ্র মালা। স্বর্গে এই মালার কথা কেউ জানেনা। তোমরা সঙ্গম যুগেই জানো যে ব্রাহ্মণদের মালা হতে পারেনা। পরবর্তীকালে হয় বিষ্ণুর মালা । এইসব হল বিস্তৃত রূপ। কেউ বলে আমাদের ধারণা হয়না । আচ্ছা কোনো ব্যাপার নয়। বাবাকে স্মরণ করা তো সহজ

তাইনা। তোমরা বাবাকে কিভাবে ভুলে যাও । যিনি স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন । এই হল অতি উচ্চ মানের আমদানি । তবুও মায়া বুদ্ধির যোগ ভঙ্গ করে দেয়। প্রিয়তম যিনি নিজের প্রিয়তমাদের শৃঙ্গার করিয়ে মহারানী স্বরূপে পরিণত করেন , এমন প্রিয়তমকে তোমরা ভুলে যাও। অর্ধকল্প মায়ার রাজত্ব চলে। এখন তোমরা মায়াকে পরাজিত করে জগৎ জিত হয়ে যাও।

এই সম্পূর্ণ দুনিয়া কিভাবে ক্রমাগত চলায়মান হয় -- সেই বিষয়ে তোমরা আদি থেকে অন্ত কাল পর্যন্ত জানো। নাটক দেখে এলে জানা থাকে যে নাটকে পরের সীন কি হবে। এই বিষয়ে এমন নয়। তোমরা জানো সেকেন্ড সেকেন্ড যা কিছু হয় সবই ড্রামা। ড্রামার পয়েন্টে দৃঢ় থাকতে হবে। যা কিছু হয়ে যাক , সবই ড্রামা। মন খারাপের কোনো প্রশ্ন নেই। কেউ যদি দেহ ত্যাগ করে তাকে অন্যত্র নিজের পার্ট প্লে করতে হবে । একটি দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্ব-দর্শন চক্র টি ঘোরা উচিত। তোমাদের শঙ্খ ধ্বনি করতে হবে , বাবার পরিচয় দিতে হবে। হাতে চিত্র রাখবে যে এনারা হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ, ভারতের মালিক। এখন হল কলিযুগ। বাবা পুনরায় এসেছেন -- রাজ্য ভাগ্য প্রদান করতে। আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা পড়াশোনা করছি, ঠাকুদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। তোমাদেরও নিতে ইচ্ছে হলে নাও। এই হল তোমাদের নিমন্ত্রণ, তারপরে অনেকে আসবে, বৃদ্ধি হতে থাকবে। শিব জয়ন্তীতে ভালো রকম ধ্বনিত হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ড্রামার পয়েন্টে দৃঢ় থাকতে হবে। কোনো কথায় মন খারাপ করবেনা। সর্বদা রাজি থাকতে হবে।

২) একে অপরকে সাবধান করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- সেবার বন্ধন দ্বারা কর্ম-বন্ধন সমাপ্তকারী বিশ্ব সেবাধারী হও ।

ব্যাখা: প্রবৃত্তি অর্থাৎ গৃহস্থে থেকে কখনও এইরকম ভাববেনা যে এ হল হিসাব - নিকেশ বা কর্ম-বন্ধন .... বরং ভাববে যে এও হল সেবা। সেবার বন্ধনে যুক্ত হলে কর্ম বন্ধন শেষ হয়ে যায়। যতক্ষণ সেবার ভাব থাকেনা ততক্ষণ কর্ম বন্ধন অনুভব হয়। কর্ম বন্ধন থাকলে দুঃখের অনুভূতি হবে আর সেবার ভাব থাকলে খুশীর অনুভূতি হবে তাই কর্ম-বন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিণত কর। বিশ্ব সেবাধারী বিশ্বে যে স্থানেই থাকুক, তা হল বিশ্ব সেবার্থে।

শ্লোগান - নিজের দৈবী স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলে তোমাদের প্রতি কারো ব্যর্থ দৃষ্টি পড়বে না ।